প্রথম আলো

তারিখ 15 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ১ ...

সম্পাদকীয়

প্রথম আলো
সোমবার, ১৫ জুন ২০০৯
editorial@prothom-alo.info

১২

প্রচেষ্টার ১০ বছর

নোটবই নিষিদ্ধকরণ বহালের রায়

শিক্ষার পরগাছা নির্মূলের দায়িত্ব এখন সরকারের

প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কোনো বিষয়ের নোটবই মুদ্রণ, প্রকাশ, আমদানি, বিতরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধের আইন বাতিলের আবেদন খারিজ করে দেওয়ার যথার্থ কাজটি করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। এর বাইরে অতিরিক্ত জরুরি কর্তব্যটিও বাদ পড়েনি। গাইড নামের পরগাছাও রক্ষা পায়নি। এখন বাদ রইল নোট-গাইডের দূষণ থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখার কাজ। এটি আইন করে সফল হওয়ার নয়। এ দায়িত্ব আদালতের যত না, এর চেয়ে বেশি শিক্ষকদের। উপযুক্ত শিক্ষা ও ব্যক্তিগত যত্নের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করাই এ ক্ষেত্রে কার্যকর পথ। সেই পথে শিক্ষক-অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরাই অগ্রসর হবে, সেই আশা যেন দুরাশা না হয়।

গুণের থেকে, দোষের প্রভাব ও সংক্রমণই বেশি। নোটবই নিষিদ্ধকরণ আইনটি ১৯৮০ সালে জারি করা হলেও আজ অবধি এর তেমন কার্যকরতা দেখা যায়নি। দেশজুড়ে অবাধে নোটবই বিক্রি ও পাঠ তাই মড়কের মতো ছড়িয়ে গেছে। একশ্রেণীর শিক্ষক ও ব্যবসায়ীর যোগসাজশে শিক্ষার্থীদের এতে আসক্ত করাও সম্ভব হয়েছে। পরিণামে, সবার লাভ হয়েছে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষমতা। যে জাতি একবিংশ শতাব্দীতে যোগ্যতার সঙ্গে টিকে থাকতে চায়, তার জন্য এটা আত্মঘাতী।

প্রাথমিক থেকে নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাদান ও গ্রহণের মূল হলো পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকদের শিক্ষাদান ও গ্রহণ। নোটবই এখানে প্রকৃত শিক্ষার তাগিদকে হটিয়ে মুখস্থবিদ্যায় নির্ভরশীল করে তোলে। ফলে শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষমতা লোপ পায়। এই অক্ষমতা তাদের বাকি জীবন দুর্বল করে রাখে। এ অবস্থায় আপিল বিভাগের এ রায় অতিপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে। আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও পরিবারের প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন এ রায় বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। পাশাপাশি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানকে আনন্দময় ও উন্নত করার স্বার্থে শিক্ষকদের জীবনকেও আনন্দময় করার ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের বেতন-ভাতা বাড়াতে হবে। রাষ্ট্র যদি শিক্ষকদের সম্মান করে উপযুক্ত প্রাপ্য না দেয়, তাহলে তাঁরা কীভাবে দেশকে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন?

আদালতের কাজ আদালত করেছেন, এখন আমাদের উচিত এর পূর্ণ বাস্তবায়নের পদক্ষেপগুলো নেওয়া।